দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 27 OCT 1987
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গনে

শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষকদের দায়িত্ব

শিক্ষকগণ হচ্ছেন দেশ গড়ার কারিগর। তারা আদর্শ পেশাতে নিয়োজিত। কিন্তু আদর্শ হিসেবে শিক্ষকগণ ছাত্র-ছাত্রীদের যতটা শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন, ততটা শিক্ষা দিচ্ছেন কি? আজ কোন কোন শিক্ষক স্কুল কলেজে পড়া না বুঝিয়েই বলে দেন পরবর্তী দিন বাসা থেকে পড়া শিখে আসতে। কিন্তু এমনওতো হতে পারে সেসব শিক্ষার্থীদের পড়া শিখাবার মতো অর্থাৎ বুঝাবার মতো বাসায় কেউ নেই। কিংবা নেই কোন প্রাইভেট টিউটর যার ফলে তাদের আর পড়া শিক্ষা হয় না। এভাবেই তাদের সময় মাসের পর মাস ঢিমেতালে অতিবাহিত হতে থাকে। এবং শেষ মুহূর্তে যখন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয় তখন তারা চোখে অন্ধকার দেখে।

তাই তারা নকলের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়। স্কুল কলেজে যখন লেখাপড়া হয়ই না—তখন ছাত্র-ছাত্রীরা নকলের প্রবণতা ছাড়বেই বা কেন? এই অসদুপায় অবলম্বনের জন্য দায়ী কারা? অনেকেই বলে থাকেন, শিক্ষকরাই দায়ী। কথাটা পুরো সত্য না হলেও উড়িয়ে দেওয়ার মত নয়। কেননা তারা যদি প্রাথমিক পর্যায়েই সঠিকভাবে লেখাপড়া শিখিয়ে আসতেন তাহলে ছাত্র-ছাত্রীরা বেমালুম নকলের প্রশ্রয় বেছে নিতো না। অথচ তাদেরই আমরা আদর্শ শিক্ষক বলে জেনেই আসছি। আজ কোন কোন শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের জাল সার্টিফিকেট সংগ্রহ, জাল মার্কশীট, প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দেওয়া, কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভুয়া শিক্ষকের নামে সরকারী অর্থ আত্মসাত করা পরীক্ষা কেন্দ্র বদল করে দেওয়া এবং শিক্ষকতা পেশার মর্যাদার কথা ভুলে বিভিন্ন দুর্নীতিতে মগ্ন। এমনও প্রমাণ রয়েছে, পরীক্ষার হলে নকল সরবরাহ করার অপরাধে শিক্ষককে বহিষ্কার হতে হয়েছে। শিক্ষকদের অনেকের প্রাইভেট টিউশনির ব্যস্ততার জন্য অবসর নেই।

এ অজুহাতে স্কুল কলেজের উচ্চ শিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রী দ্বারা পরীক্ষার খাতা দেখিয়ে থাকেন বলে অনেক অভিযোগ শুনা যায়। এক কথায় দুর্নীতি নামক সংক্রামক ব্যাধিটি আমাদের দেশের কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রথম শ্রেণী থেকে উচ্চতর শ্রেণী পর্যন্ত স্থান দখল করে আছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এর সাথে জড়িয়ে আছে এক শ্রেণীর শিক্ষকদের ভূমিকা। তারা দেশ ও জাতির কতবড় ক্ষতি করছে একবার ভেবে দেখেছেন কি? নিশ্চয়ই না। যদি ভেবেই থাকবেন তাহলে তারা বছরের পর বছর এমনটি করে যেতে পারতেন না। বর্তমানে অনেক শিক্ষক প্রাইভেট টিউশনির প্রতিযোগিতা চালাচ্ছেন। ফলে তারা ক্লাসে পড়া বুঝাতে উৎসাহ বোধ করেন না। কেননা ক্লাসে উৎসাহিতভাবে পড়া না শিখালে তাদের কোন ক্ষতি নেই। কারণ মাস গেলেই বেতন পাবেন। যার ফলে তারা প্রাইভেট টিউশনিতেই উৎসাহ বোধ করেন।

এই ছাত্র-ছাত্রীদের হাতেই আসবে আগামী দিনের সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুদায়িত্ব। অতএব এ অবস্থা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে দেশ ও জাতি ভবিষ্যতে কল্যাণময় কিছু আশা করতে পারে না।

—মোঃ আসাদুজ্জামান (কাজল)